তারিখ : 17 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

পিএসসি (শিক্ষা) গঠন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে বর্তমানে চরম শিক্ষক সংকট বিরাজ করিতেছে। কিছুদিন আগে সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিকে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, সেখানে একজন শিক্ষক দিনে ১০টি পর্যন্ত ক্লাস নিতেছেন। ইহা কিভাবে সম্ভব? প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও একজন শিক্ষককে এতগুলি ক্লাস নিতে হয় না। এভাবে কোন ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম চলিতে পারে না। ২০০৪ সাল হইতে পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফটে পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু সেই অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি কেন উপেক্ষিত থাকিবে?

সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি কিছুটা গতিশীল হইয়াছে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি এখনও আশাব্যঞ্জক নহে। শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে শিক্ষক সংকটে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থবির থাকায় সমস্যার জট পাকাইয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার গত বৎসর শিক্ষক নিয়োগ যথাসময়ে সম্পন্ন ও বেগবান করার জন্য নূতনভাবে পিএসসি (শিক্ষা) গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে এ সম্পর্কিত সম্পাদকীয়তে আমরা সকলের স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, এই প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয় নাই। বরং নূতন কমিশন গঠনে অযথা সময় ক্ষেপণ করা হইতেছে।

প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (শিক্ষা) গঠনের নিমিত্ত বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সংশোধন) বিল ২০১১ আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হইয়াছে। ইহার আগে এ ধরনের পরিকল্পনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুমোদন দেন। প্রস্তাব অনুযায়ী সকল সরকারি শিক্ষক এই কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ লাভ করিবেন। বর্তমানে পিএসসি বিসিএসের মাধ্যমে কেবল সরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ দিতেছে। তবে নানা কারণে এই পিএসসির উপর চাপ বাড়িয়াছে। কাজের পরিধি বাড়িয়াছে কয়েকগুণ। এমতাবস্থায় নূতন পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের যৌক্তিকতাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমাদের সংবিধানের ১৩৭ ধারা অনুযায়ী একাধিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠনের সুযোগ আছে। জানা যায়, প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান পিএসসির নাম হইবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (জেনারেল) ও দ্বিতীয়টির নাম হইবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (এডুকেশন)। চেয়ারম্যানসহ প্রথম পিএসসির সদস্যসংখ্যা হইবে ৭ হইতে ১৫ জন। আর দ্বিতীয় পিএসসির ৫ হইতে ৯জন। বর্তমান পিএসসি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে এবং ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। দেশে ব্যাপক শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ও শিক্ষক সংকটের কথা মাথায় রাখিয়া এই অর্ডিন্যান্স সংশোধনপূর্বক নূতন কমিশন গঠনের কাজ যত দ্রুত শেষ করা যায় ততই মঙ্গল। এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।